দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 NOV 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন

রেজানুর রহমান॥ সরকার এস-এসসি পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়াছে। পরিবর্তিত নূতন পদ্ধতিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা থাকিবে, তবে প্রশ্ন ব্যাংকের নির্ধারিত পাঁচশত প্রশ্নের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ থাকিবে না। একই সাথে প্রতিটি বিষয়ে পাস করিতে হইলে প্রশ্নমালার নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক দুই অংশেই পৃথকভাবে নির্ধারিত পাস নম্বর পাইতে হইবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে প্রায় একমাস ব্যাপক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ২৫শে অক্টোবর নূতন পরীক্ষা পদ্ধতির ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘোষণায় বলা হয়, ১৯৯৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যে সকল বিষয়ে (২য় পৃঃ দ্রঃ)

পদ্ধতি

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রতিপত্র ৫০ এবং ৫০ নম্বরে নৈর্ব্যক্তিক এবং রচনামূলক প্রশ্নমালা অংশে বিভক্ত, সেই সকল বিষয়ে পাসের জন্য প্রতি অংশে ন্যূনতম ১৫ নম্বর পাইতে হইবে।

তবে প্রতি বিষয়ে পরীক্ষার্থীকে পাসের জন্য পূর্বের ন্যায় ন্যূনতম শতকরা ৩৩ নম্বর পাইতে হইবে। ইহা ছাড়া যে সকল বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক, রচনামূলক ও ব্যবহারিক অংশ রহিয়াছে, সেই সকল বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রতিটি অংশে ন্যূনতম ১২ নম্বর পাইতে হইবে। এই ক্ষেত্রেও পরীক্ষার্থীকে প্রতি বিষয়ে পাসের জন্য পূর্বের ন্যায় ন্যূনতম শতকরা ৩৩ নম্বর পাইতে হইবে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন ব্যাংকে প্রতিটি বিষয়ে যে ৫শত প্রশ্ন রহিয়াছে উহা নমুনা প্রশ্ন হিসাবে বিবেচিত হইবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন ইহার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। প্রশ্ন অনুমোদিত সিলেবাসের মধ্যে হইবে।

বর্তমান পদ্ধতিতে একমাত্র (১৯৯২) এস, এস, সি পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রায় এক বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বর্তমান পদ্ধতি চালু করা হইয়াছিল। এই পদ্ধতিতে প্রাকটিক্যাল রহিয়াছে এইরূপ বিষয় এবং অংক বাদে অন্যান্য প্রতিটি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক ৫০ নম্বর এবং রচনামূলক ৫০ নম্বর ধার্য ছিল। পাস নম্বর ছিল শতকরা ৩৩। নৈর্ব্যক্তিক এবং রচনা মূলক দুই অংশ মিলিয়া ৩৩ নম্বরে পাস ধরা হইয়াছে। ফলে এমন ঘটনাও দাঁড়াইয়াছে, রচনামূলক প্রশ্নে কোন নম্বর অর্জন না করিয়া অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভালো ফলাফল করিয়াছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক বলেন, ইংরাজী বিষয়ের দ্বিতীয় পত্রের রচনামূলক অংশে শূন্য, বাংলা দ্বিতীয় পত্রের রচনা মূলক অংশে মাত্র ১৩ পাইয়াও একজন ছাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পরিবর্তিত নূতন পদ্ধতিতে মানবিক বিভাগের অংশ বাদে প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি পত্রে নৈর্ব্যক্তিক অংশে ৫০ এবং রচনামূলক অংশে ৫০ নম্বর থাকিবে। প্রতিটি অংশে পাস নম্বর ১৫। কোন ছাত্র বা ছাত্রী যদি নৈর্ব্যক্তিক অংশে ৫০-এর মধ্যে ৫০ অর্জন করে কিন্তু রচনামূলক অংশে পাস নম্বর না পায় তাহা হইলে তাহাকে নির্ধারিত বিষয়ে অকৃতকার্য ধরা হইবে। বিজ্ঞানে প্রতিটি বিষয়ে প্রাকটিক্যাল ২৫ নম্বর, রচনামূলক ৪০ এবং নৈর্ব্যক্তিক অংশে ৩৫ নম্বর থাকিবে। রচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক অংশে পৃথক ভাবে পাস নম্বর ১২। নৈর্ব্যক্তিক অংশে সম্পূর্ণ ৩৫ নম্বর অর্জন করিয়া রচনামূলক অংশে পাস নম্বর না পাইলে পরীক্ষার্থীকে নির্ধারিত বিষয়ে অকৃতকার্য ধরা হইবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে অধিকাংশ স্কুলে টেষ্ট পরীক্ষা শুরু হইবে। একজন শিক্ষক জানান, টেষ্টের পূর্বে নূতন নিয়ম কিছুটা সমস্যায় ফেলিবে।